পুরুষার্থ-বিনির্ণয়

Mathura (U.P.

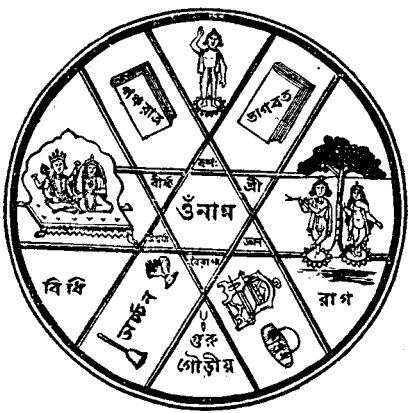

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পুরুষার্থ-বিনির্ণয়

(শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরে ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৯ তারিখে প্রদত্ত অভিভাষণ)

পুরুষ-পর্য্যায়

অধিষ্ঠান-নির্ণয়ে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগ্রাহ্য ও অপ্রাকৃত—এই দ্বিবিধ সত্তায় বস্তুত্ব লক্ষিত হয়। এতদুভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বৈষম্য-বিচারে আমরা কালগত, স্থানগত ও পাত্রগত ভেদ দর্শন করি।

ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগ্রাহ্য বস্তু খণ্ডকালাধীনে উৎপত্তি লাভ করে, স্থিতি-বিশিষ্ট হয় ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং এই শ্রেণীর বস্তুই কালক্ষোভ্য নামে পরিচিত। স্থূলবস্তুসমূহ বা স্থূলবস্তু হইতে আকৃষ্ট সূক্ষ্মবস্তু-পুঞ্জ অভাবের অন্তরালে স্থান লাভ করে; সুতরাং বস্তুর সহিত স্থানগত-সম্বন্ধ-জনিত খণ্ডিতাখ্যা প্রাপ্ত হয়। বস্তুর পাত্রগত-বিচারে স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও সম্বন্ধাধীন ধর্ম্ম-দ্বয় লক্ষিত হয়। তাহাতে লিঙ্গ-ভেদে পাত্রের চেতনতা ও অচেতনতার বিভাগদ্বয় দেখা যায়।

অপ্রাকৃত বস্তুতে কালক্ষোভ্য ধর্ম্মের অভাব-বশতঃ নিত্যকালত্বই তাহার প্রধান পরিচয়। অভাব-নামক ইহার ব্যোমের পরিবর্ত্তে পরব্যোমই তাহার স্বভাব। সেই নিত্য স্বভাবেই অপ্রাকৃত বস্তুর অবস্থিতি। পাত্রগত অস্বচ্ছতা, কীর্ত্তনাভাব, গন্ধাভাব, স্বাদাভাব, অননু-ভবনীয়তা প্রভৃতি বাধা-সমূহ অপ্রাকৃতরাজ্যে, অপ্রাকৃত কালে পাত্র-বিচারে নশ্বর কালক্ষোভ্য অধিষ্ঠানে বা পরিবর্ত্তন-যোগ্যতায় অবরতা উৎপাদন করিতে পারে না।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও অপ্রাকৃত বিষয়ের অন্তরালে দেশ-কাল-পাত্রের বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-সাধনোদ্দেশে ভেদবিচারের অভাবে বস্তুর যে একতা আত্মবিকাশ করে, উহাকেই প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্মাভাব-মাত্র বিচারে স্থির করিতে গেলে অপ্রাকৃত বস্তুর অন্বয়-পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রদত্ত হয় না। প্রাকৃত ব্যতিরেকের সাহায্যে যে অধিষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়, তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত অন্বয় প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মপরিচয় দিতে সমর্থ হয় না।

প্রাকৃত ও প্রাকৃতেন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগ্রাহ্যাতীত, উভয় রাজ্যেই অধিষ্ঠানগত সত্তায় তৎপুরুষতা আছে। এই তৎপুরুষই 'কারক' বলিয়া অভিহিত হয়। কারকের সংখ্যা-গত বিচারে একত্ব, দ্বিত্ব ও বহুত্ব সংশ্লিষ্ট। কারকগুলি বিভিন্ন ভাবের ব্যঞ্জক। প্রাকৃত রাজ্যে পুরুষ-বিচার অহঙ্কার-বিমূঢ়তা-মূলক বলিয়া আত্মবিদ্‌গণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গুণজাত বিচার যখন আত্মাকে আশ্রয় করে, তখনই ঔপাধিক দেহদ্বয় তাহাদের নিজ নিজ সত্তায় আত্মাভিমান করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মা ব্যতীত প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণ কর্ম্মসমূহের উৎপত্তি করায়। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ঐ গুণগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া পুরুষত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। জগতের বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া জীবকুল তাৎকালিক পরিচয় জ্ঞাপন করে। স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মই 'পুরুষকার' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অনেকস্থলে এতাদৃশ পুরুষকার অপরিচিত শক্তি প্রকাশ করিয়া পুরুষকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে সেইকালে বিষম দ্বন্দ্ব প্রতিভাত হয়। পুরুষ-চেষ্টা প্রবল হইয়া দৈবকে করতলগত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও বিচারে দৈব-পরাক্রম প্রবল হওয়ায় পুরুষকার দুর্ব্বলতায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে।

যখন চেতনশক্তি ক্রিয়াবতী হইয়া চেতনহীনের উপর আধিপত্য করে, তখন আমরা প্রবলশক্তির অধিষ্ঠানকে 'পুরুষ' এবং নির্জ্জিত শক্তিরূপে পরিচিত বস্তুকে শক্তি-পরিচালনে অক্ষম 'ক্লীব' বলিয়া থাকি। কারকতায় নিমিত্ত ও উপাদান-ভেদে চেতনশক্তির অধিষ্ঠানে 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' শব্দদ্বয়ের আবাহন হইয়া থাকে। অনেকস্থলে প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর ভেদ বিলুপ্ত হইয়া 'পুরুষ'-শব্দে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্তি জ্ঞাপিত হয়।

ভোগ্যবিচারে অভিমানের ভোক্তৃত্বই পুরুষের প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা প্রকৃতি-পুরুষ হইতে বৈষম্য স্থাপন করে। পুরুষ-সহায় শক্তি কোন কোন স্থলে পুরুষের অনুকূলা, কোথাও বা প্রতিকূলা। যেখানে প্রকৃতি প্রতিকূলা, সেখানেই পুরুষের দুর্ব্বলতা। এই বিচার প্রবল হওয়ায় একদিন ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ মনীষী অগস্ত্য কম্‌তি ভোগ্যা প্রকৃতির বিচারকে বহুমানন-পূর্ব্বক পুরুষের একমাত্র কৃত্য প্রকৃতিপূজার উপদেশ-ঝঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাস্তববাদ-বিচার অনেকের নিকট অনুকূল হওয়ায় নারীপূজাই সভ্যতার অনুমোদিত প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া গৃহীত হয়। ইহা যে কেবল ফরাসী দেশেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; ভারতেও শাক্তেয় মতবাদের বিচারে, বৌদ্ধ-সাহিত্য এবং তামস তান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে ঐ মতের অভাব দেখা যায় না।

সাত্বত-তন্ত্রসমূহ এই শাক্তেয় বিচারের সুষ্ঠুতা গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নিত্যা প্রকৃতিকে সচ্চিদানন্দবস্তুরই প্রকৃতি বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। যাঁহাদের সচ্চিদানন্দানুভূতি কালক্ষোভ্য গুণত্রয়ের দ্বারা অপ্রতিহত রহিয়াছে, তাঁহারা প্রকৃতিপতির ত্রিশক্তির

কথা বলিয়া থাকেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বিচিত্রশক্তিসমূহের নিত্য পরিণতি প্রকাশ করিয়া শুদ্ধচেতন-ধর্ম্মে মলিনতা বা নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় কালপ্রগতিতে বহির্বিপত্তি আনয়ন করেন না। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে নিত্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশিত জগতের বিকৃত ভাবের ছায়া কালধর্ম্মের নশ্বরতা উপলব্ধি করাইবার অবসর পাইয়াছে। বৈচিত্র্যদর্শনে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে যে অসংখ্য বস্তুর স্বতন্ত্রতা দেখা দিয়াছে, ঐগুলি দর্শকের প্রকৃত স্বাস্থ্যের পরিচয় না হইলেও তাহাতে তাৎকালিক প্রতীতিগত সত্তার কোন ব্যাঘাতই দেখা যায় না। যিনি এই প্রকার দর্শকসূত্রে বস্তুবৈচিত্র্য দর্শন করিতে গিয়া অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধনিরূপণে অসমর্থ, তাঁহারই সেবা-বৈমুখ্য-ধর্ম্মে ভোগধর্ম্মের বৃত্তি আসিয়া নিত্যবৃত্তিকে তাৎকালিক আচ্ছাদনে আবৃত রাখে। এতাদৃশ দর্শকের স্থান বাস্তব বস্তুর নিত্য ও অনিত্যশক্তির অন্তরালে অবস্থিত। নিত্যের আলোচনায়—অদ্বয়জ্ঞানের অনুশীলনে—চিদানন্দের অব্যাহত গতিশীলতায় দর্শকের সহযোগিতা উপস্থিত হইলেই তাঁহার আর অনিত্য-অজ্ঞান-মিশ্র আনন্দের প্রতিবন্ধকতার সহিত মিত্রতা করিবার রুচি থাকে না।

বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত জগদ্‌বৈচিত্র্যের ভোগ যাঁহাকে গ্রাস করে, তিনি গুণত্রয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া জ্ঞানহীন অনিত্য জগৎকর্ত্তৃত্বকেই বহুমানন করিতে করিতে তাৎকালিক সুখেচ্ছায় চালিত হন। সুতরাং পুরুষার্থনিরূপণে তাঁহার যে রুচি দেখা যায়, উহা বিভিন্ন অপ্রাকৃত রুচি হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। যাঁহাদের প্রাকৃতগুণসংগ্রহই ঐহিক ও আমুষ্মিক পুরস্কার বলিয়া ধারণা এবং তাঁহাদের সহিত একমত না হইয়া অনিত্য ভোগের পরিণাম বিষময় বলিয়া যাঁহারা ধারণা করেন, তাঁহাদের বিচার

পৃথক্ হইয়া পড়ে। পরিণামশীল জগতের ভোক্তৃসূত্রে স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট জীবগণ তদধীন সহযোগি-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন; তাদৃশ অনুগতজনগণ ন্যূনাধিক প্রকৃতিগত গুণসাম্যে যে সেবা করিয়া থাকেন, উহাও যোষিদ্-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। যোষিদ্ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেবকের বৃত্তির পরিবর্ত্তে অনুক্ষণ সেব্যাভিমান ফুটিয়া পড়ে। তখন অনুগতা যোষা নায়কের আনুগত্য বাহিরে স্বীকার করিলেও ভোক্তৃত্বাভিমানেই দিনপাত করে। ইহাও পুরুষ-পর্য্যায়ের অন্তর্গত। অপ্রাকৃতদেশে অপ্রাকৃত শক্তির অভিব্যক্তিতে এই প্রাকৃত পুরুষকার বিভিন্ন অধিষ্ঠানে লক্ষিত হয়। যে-কালে পুরুষকার একমাত্র পুরুষোত্তমকে সেব্যজ্ঞান না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহার ভোগচেষ্টা প্রবলা থাকে। পুরুষকারের সর্ব্বোত্তমা চেষ্টা একপুরুষোত্তমের সেবায় আত্মনিয়োগ; সেখানে পুরুষকার ভোগ্য যোষা-সংগ্রহে ব্যস্ত নহে। যেখানে কেবলা ভক্তির অভাব, তাদৃশ পুরুষকারই জগতের সুখ ও দুঃখ ভোগ করে এবং যেখানে পুরুষকার সেবোন্মুখ, তথায় সেব্যকে সেবক বলিয়া ধারণা করিতে হয় না; এরূপ না হইলেই চেতনের বৃত্তি ভোগোন্মুখ হইয়া জড়ের ভোক্তৃত্বকে নিজের শ্রেয়স্কর কৃত্য বলিয়া মনে করে। অদ্বয়জ্ঞান-সেবা-বিমুখজনগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য-বস্তুর বহুত্বের আনুগত্যে বিমুগ্ধ হইয়া পুরুষার্থ-নিরূপণে ভ্রমে পতিত হয়।

আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সেব্যের ভাব গ্রহণ করিয়া জড়জগৎ সেবক ও জড়জগতে সমাগত চেতনমিশ্র জড়-শরীরধারী জীবকুলও সেবক এবং উহাদের সহিত তাঁহার সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন নিরূপণ করিয়া যখনই জীব ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অবস্থানের অন্যতম কোন একটিকে নিজ প্রাপ্য বলিয়া নির্ণয় করেন তখনই সে 'ভোগি'-সংজ্ঞার প্রতিষ্ঠানকে

পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করে। ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণমূলে যে সুখোদয় ঘটে, সেই ইন্দ্রিয়গুলি কালক্ষোভ্য, অপটু, প্রতারিত হইবার যোগ্য ও আসক্তি-জন্য প্রমত্ত হওয়ায় তাহাদের প্রেয়োঽভিলাষে ক্লেশসমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাই এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের বৈশিষ্ট্য।

অর্থ-পর্য্যায়

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নশ্বর বিষয় গ্রহণ করিতে করিতে নানাপ্রকার রুচি দেখা দেয়। সেই রুচিবশে চালিত হইয়া জীব আপনার ভোক্তৃত্ব-বিচার প্রবল করে এবং ভোগের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টান্বিত হয়। সুখান্বেষণই আত্মার নিজধর্ম্ম, কিন্তু কাম ক্রোধাদির বশাভূত বিপরীতবিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে সুখস্বপ্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবার জন্য স্বর্গাদিলাভকে প্রয়োজন মনে করেন, উহার স্থায়িত্ব অধিক নহে, সুখ-ভোক্তার স্থায়িত্ব, সুখের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং সুখাধারের অসম্পূর্ণতা ও ধ্বংসশীলতা কখনও চেতনময়ের ধর্ম্মে আদৃত হয় না।

প্রয়োজন-সংগ্রহের বহুবিধ প্রকারভেদ আছে। উহা বরণীয় কি না,—এই বিচার যিনি করিবেন, তাঁহার নিজ অযোগ্যতা-বশতঃ অর্থ-নিরূপণে অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সমস্যাভার জনমতের অনুগমন করিলে মীমাংসিত হয়। কেহ কেহ বলেন—তত্তদ্‌বিষয়ে পারদর্শিজনগণের পরামর্শ গ্রহণে অধিক ফল-লাভ ঘটে। আমি যখন নির্ব্বাচনকারী, তখন আমি আমারই রুচির অনুকূলে পরামর্শদাতা স্থির করিব, আমারই মত যিনি একজন রুচিসম্পন্ন অথচ আমার মত-পোষণ-বিচারে অধিক নিপুণ এবং আমার প্রতি অনুকূল, তিনিই আমাকে দয়া করিতে সমর্থ। তাঁহার প্রয়োজন ও আমার প্রয়োজন যখন একই, তখন সেইরূপ জীবিকোপজীবী বিচার-দক্ষ

জনগণকেই আদর্শ করিয়া তদনুগমনই শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার প্রেয়োরুচি আমাকে পরামর্শ দেয়।

প্রেয়ঃপথ ব্যতীত মঙ্গলের পথ যদি কিছু স্বতন্ত্র থাকে, তাহারও আলোচনা হওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন—একথাও আমাদের হৃদয়দেশ অধিকার করে। আমরা সুখের বাসনায় চালিত হইয়া নানাকার্য্যের আবাহন করি, এবং সেই সেই কার্য্যে নিপুণব্যক্তিগণকে বহুমানন করিয়াও প্রার্থিত ফল লাভ করি না। তখন মনে হয় যে, এ পথে না আসিয়া পন্থান্তর গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে ভাল ছিল। দুর্গম, কষ্টসাধ্য ও আপাতফলপ্রদ মনে করিয়া আমাদের শ্রেয়ঃপথ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সেইকালে আমরা সাধারণ ভোগিশ্রেণীর মানবগণের চিত্তবৃত্তির অনুগমন না করিয়া আরও কোনো পথ আছে কি না বিচার করি। কর্ম্মফলবাদিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নৈষ্কর্ম্মবাদিগণের বিচারে দুই শ্রেণীর কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়। আমরা জগতের বৈচিত্র্যধ্বংসকারী, আমাদের নিজত্বের বিলোপসাধনকারী নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণের চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিব কি না, ভাবিতে থাকি। এই সমস্যার মীমাংসাকালে প্রবল ঝটিকায় যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির তরণী ডুবিতে থাকে, যখন ফলপ্রার্থনা ও ফলত্যাগের তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাতে বুদ্ধিপ্লব বিঘূর্ণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নানাবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়, তখন আমাদের সেই মানস-তরণী আত্মরক্ষার জন্য যোগ্য কর্ণধারের সাহায্য প্রার্থনা করে। আমাদের নিজচেষ্টা বিফল হইলে আমাদের নিত্য পরতন্ত্রতা কি অবস্থায় নিত্যসিদ্ধ, তাহার আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা পরমাশ্রয় বস্তুর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার

ব্যাঘাত ঘটে না। এখানে আমাদের অভিজ্ঞতায় একটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি পরমাশ্রয় বা শেষ আশ্রয় অচেতন পদার্থ হন, তাহা হইলে আমাদের এই দুরবস্থার কথা কে বিবেচনা করিবেন? তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, যে সূত্রে আমরা বহু হইতে একে সমাশ্লিষ্ট, সেই এক হইতে বহুরূপে আমাদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই চেতন ধর্ম্মের বুদ্ধিমত্তা অবস্থিত। সুতরাং আশ্রয়িতব্য বস্তুর বিচারশক্তির অভাব থাকিবে—এই ধারণা প্রবল হইলে আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত রাজ্যেরই অনভিজ্ঞতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বের বা পুরুষকারের অপব্যবহার প্রদর্শন করিতেছি মাত্র—এই বিচার আমাদিগকে পুনরায় প্রেয়ঃপন্থীই করিয়া তুলিবে। এই অমঙ্গলের মুহূর্ত্তে আমাদিগকে নির্ব্বিশিষ্ট বিচার গ্রাস না করে—এই জন্য চেতনময় রক্ষাকর্ত্তা স্বীয় 'অনুগ্রহ' নামক বৃত্তিটি আমাদের উপর নির্দ্ধারিত করেন—ইহাই ভগবানের অহৈতুকী দয়া, আর আমাদের তদ্‌গ্রহণেচ্ছাই অহৈতুকী ভক্তি। সেই বৃত্তিতে অবস্থিত হইতে পারিলেই আমাদের নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি লাভ ঘটিবে, নতুবা নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধির নামে মায়াবাদ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে। যাহাতে আমরা পরমাশ্রয়ের কৃপা-বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদাহৃত শ্লোকত্রয় আমাদের আলোচ্য বিষয়-রূপে উপস্থিত হন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্রেয়ঃ স্বতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের—

ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥

—এই শ্লোক যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন,—অভক্ত ভোগিগণ মনে করেন যে, ধর্ম্মের অর্থই ফল, অর্থের কামই ফল, কামের ইন্দ্রিয়-প্রীতিই ফল, ইন্দ্রিয়-প্রীতির পুনরায় ধর্ম্মই ফল অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম-পরম্পরাই প্রয়োজনীয় ত্রিবর্গ; বস্তুতঃ এরূপ কখনও হইতে পারে না। অব্যভিচারী অর্থের কাম বা বিষয়ভোগ ফল নহে, কাম বা বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়-প্রীতি নহে। যে-কাল পর্য্যন্ত জীব বাঁচিয়া থাকে, তৎকালাবধিই ইন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ করে। জীবের কর্ম্মানুষ্ঠানে যে প্রসিদ্ধ স্বর্গাদি লাভ কথিত হয়, তাহা কখনও উদ্দেশ্য নহে, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই তাহার মুখ্য লাভ।

তত্ত্বজিজ্ঞাসায় 'প্রেমই' পরমার্থ বা পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণীত হয়।

নির্ণয়-পর্য্যায়

বিচিত্রতা-পূর্ণ জগতে দর্শনকারিগণের মধ্যেও বহুবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। রুচির প্রভাবে নানাপ্রকার বিচার উদ্ভাবিত হইয়া সত্যের স্থানে বহু-ক্ষেত্রে নানাপ্রকার রূপান্তর লক্ষিত হয়। মানবের তিনপ্রকার চেষ্টার মধ্যে ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্ররোচিত ক্রিয়া—এই বৃত্তিত্রয় দেখা যায়। অপূর্ণ-বস্তু-লাভাশায় ইচ্ছার বহুত্ব—একেচ্ছা অপরেচ্ছার বিরোধী, কোথাও পোষক; পূর্ণবস্তু লাভেচ্ছায় জীবের রুচিভেদেও একমাত্র পূর্ণবস্তুই বিবিধ হৃদয়ে প্রতিভাত হন। পূর্ণতার অভাব হইলেই অপূর্ণতায় সংখ্যাগত বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। যেখানে পূর্ণতার বিভিন্ন মূর্ত্তি, সেখানে বস্তু-বিষয়ে পৃথক্ না হইলেও অপূর্ণ দর্শকের বিভিন্ন কল্পনা বস্তুর অপূর্ণ প্রকাশ ভেদ দেখিয়া থাকে। সেইরূপ চিত্তবৃত্তির দ্বারা সেই শ্রেণীর অপূর্ণ দর্শকের অভিলাষ পুরুষার্থের বিচারে স্বীয় অপূর্ণতার বা অভাবের পরিপূরণ আশা করে। যেখানে অপরের অভাব-বৃদ্ধির জন্য সূচনা হয়, সেস্থলে সদসতের বিচার জগতের অমঙ্গল স্তব্ধ করিবার যত্ন করে। সেস্থলে ইচ্ছা কিরূপে সংযত হওয়া আবশ্যক, ঐ চিত্তবৃত্তি তাহার তারতম্যের বিচার করে। কর্ম্মের প্রবৃত্তি স্থানভেদে অপরের অমঙ্গল এবং কোথায়ও বা পরের মঙ্গল করায়; আবার কোথায়ও বা পরের মঙ্গলের ছলনায় ফলরূপে নিজ-মঙ্গলের সহিত পরের অমঙ্গলও সংশ্লিষ্ট করায়। ঐহিক সুখ-বাসনা ও আমুষ্মিক সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি একের সুবিধা করিয়া দিলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-গণের দুঃখের কারণ হয়। ইহলোকে চিত্রকরের পরিশ্রমলব্ধ ফল অনেকের নিকট সুখকর হইলেও চিত্রের অঙ্কনজন্য পরিশ্রমরূপ দুঃখভোগ

চিত্রকরের ভাগ্যে অপরিহার্য্য ; যেহেতু, পার্থিব রাজ্যে সুখও সুখাভাব অর্থাৎ 'দুঃখ' বলিয়া প্রতীতি থাকায় একে অপরের দুঃখের কারণ হন। বিশেষতঃ ঐহিক ও আমুষ্মিক রাজ্য ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া প্রবৃত্তিমূলে প্রতি-যোগিতার মধ্যে প্রধানের অংশে প্রাধান্য অপরের দুঃখের কারণ হয়। কামক্রোধাদি-রিপুসমন্বিত মৎসরতা একমাত্র প্রভুর সেবার অভাবে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করে। বদ্ধজীবগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে অপরের অংশ দেখিতে পান না। অন্যের প্রাপ্যাংশ নিজায়ত্ত করিবার প্রচেষ্টাই কর্ম্মবীরের ইচ্ছা। শ্রেয়ঃপথের কিঞ্চিৎ আলোক যদিও কর্ম্মাগ্রহিগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি নিজেচ্ছা ফলবতী করিবার অভিপ্রায় মৎসরতা-মূলে অপরকে তাহার প্রাপ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করে।

জ্ঞানের আবরণ যেকালে কর্ম্মাগ্রহিতার বিনাশ বাসনা করে, তখনই পূর্ণতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। অপূর্ণ জগৎ হইতে উন্মুক্ত হইবার বাসনা তাঁহার বুভুক্ষুবেষ পরিত্যাগ করাইয়া মুমুক্ষুতায় স্থাপন করে। তখন তিনি অপূর্ণ-পরিহার-বাসনায় যাবতীয় অপূর্ণের সমষ্টিকেই পূর্ণ বলিয়া মনে করিতে থাকেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন-ভেদের বিলোপ সাধন করিতে হয়। অপূর্ণ সত্তার পূর্ণতা সাধনোদ্দেশে তাঁহার যে চেষ্টা, সেখানেও নিজফল-লাভরূপ আংশিক-দর্শন ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়। কখনও বা কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ধারণা আসিয়া তাঁহার কেবল জ্ঞানের ব্যাঘাত করাইয়া যোগাদিপথের উদ্ভাবনা করায়। স্বাধ্যায় প্রভৃতি, যমাদি সাধনষট্‌ক এবং কৃত্রিম বৈরাগ্য মানবের ইচ্ছাকে রূপান্তরিত করে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত ও মিশ্রভাবাশ্রিত নানাবিধ অভিলাষবিশিষ্ট জনগণের যে কোন সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্তি নানাপ্রকারে তাহাদের নিজ নিজ অপস্বার্থে নিযুক্ত

করে। এই সকল চেষ্টা অপূর্ণ বস্তুর সহযোগে অনুষ্ঠিত হওয়ায় জড় ভাবোন্মত্ততা জীবকে সঙ্কীর্ণতার গহ্বরে আবদ্ধ করে।

প্রবৃত্তজনগণের প্রয়োজন-নির্ণয়ে নানাবিধ ভাব আসিয়া নির্ণয়ের পরস্পর বৈষম্য উৎপাদন করে। সেইকালে পরস্পরের মধ্যে বিবদমান প্রবৃত্তি এতদূর প্রবলা হয় যে, তাহারা নিজ নিজ অবলম্বনীয় যন্ত্রগুলিকে প্রকৃত নির্ণায়ক বলিয়া মনে করিতে থাকেন। অদ্বয়জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ণয়কারীর অবস্থিতি প্রতিবাদযোগ্য নহে—এরূপ বলা যায় না। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় আমাদের প্রকৃত নির্ণয়কার্য্যে নানাপ্রকার বাধা উপস্থিত করে। যেখানে বাদ-প্রতিবাদ বা ভেদনীতির প্রাবল্যের সম্ভাবনা থাকে, উহাই প্রাকৃত জগৎ। এই জগতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রয়োজনরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে; আবার এই জগৎ হইতে কৃত্রিম বিরাম লাভ করিবার জন্য যাঁহাদের শ্মশান-বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাঁহারাও বুভুক্ষা ত্যাগ করিয়া মুমুক্ষাকে আলিঙ্গন করেন। আমাদের আংশিক বস্তুর পারিপার্শ্বিকতার বিচার সকল দেশ-কাল-পাত্রের খণ্ড বিচার-সমূহের সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গল সাধন করে। অখণ্ড দেশ-কাল-পাত্রের ধারণা একটি কাল্পনিক বিষয় হইয়া পড়ে। তজ্জন্য পুরুষার্থ-নির্ণয় সর্ব্বতোভাবে বিপন্ন হয়। ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বা চতুর্থ অপবর্গাখ্য বিচার পার্থিব আপেক্ষিক ধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া নিত্য নহে—অবিকৃত জ্ঞানময় নহে, অথবা নিরবচ্ছিন্ন-আনন্দকর নহে।

অদ্বয়জ্ঞানের অনুকূলতায় যে সকল চেষ্টা বিহিত হয়, সেই ইচ্ছাতে কোন ভ্রমাদি দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে প্রতিকূলা চেষ্টা, সেখানেই বস্তুন্তর কল্পনা ও অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্যই প্রাকৃত রাজ্যে সম ও বিষম ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত।

যতই কেন না বৈষম্য-নিরাকরণের যত্ন করা হউক, কাল্পনিক সহযোগিতা কোন দিনই প্রাকৃত রাজ্যে বহুনায়কের মনস্তুষ্টি করিতে সমর্থ হইবে না। যেখানে প্রতিকূলনায়কের অবস্থিতি সম্ভবপর, সেখানে অনুকূল নায়কের অনুগত জনগণ যে পুরুষার্থের মীমাংসা করিবেন, তাহা বহুল-দোষ-দুষ্ট হইবেই হইবে। সুতরাং পক্ষ বা পক্ষান্তর-গ্রহণমূলে যাবতীয় বাক্যের যুগপৎ ভেদাভেদের চিন্ত্যত্ব নিরাকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার সুমীমাংসার সম্ভাবনা হইতে পারে না।

কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া বহুত্বের অন্তরালে আমরা যে পরস্পরের কেবল ভেদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হই এবং আপনাদের অনুকূলতার পোষণ করি, তাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের আনুগত্যাভাবে যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা প্রত্যহই ন্যূনাধিক সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই বৈষম্য নিরাকৃত হইবার একমাত্র উপায়ই—একমাত্র ভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ। আশ্রয়-গ্রহণনীতি আমাদিগকে আমাদের কেবল-জ্ঞান অবলম্বন করাইয়া যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানের নিঃশক্তিকত্ব বিচার করায়, উহাদ্বারা জ্ঞানাবরণ-ক্রমে মুক্তির পঞ্চবিধ প্রকার ভেদ কখনও পুরুষার্থ-নামে পরিচিত হইতে পারে না। তজ্জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ সালোক্যাদি মুক্তিমালাকে পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। ঐ সকল মুক্তভেদ যাঁহাদের হৃদয়কে প্রলুব্ধ করিয়াছে, তাহাদের দুষ্পিপাসা বুভুক্ষা বা মুমুক্ষায় পরিণত হয়। যদবধি ভগবানের করুণা-কটাক্ষ বা ভগবৎকরুণা-কটাক্ষলব্ধ ভগবৎপার্ষদের স্মিতমুখভাষিত বৈকুণ্ঠধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, তৎকালাবধি আমাদের পাপ-প্রবৃত্তি ও পাপোত্থ বিচারের বহুমানন-প্রবৃত্তি ধ্বংস হয় না। প্রাচীন পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণের নিকট পুণ্যসংগ্রহ ও অপস্বার্থপর স্বসুখসংগ্রহই অভীষ্ট বস্তু

ছিল এবং এখনও ক্ষীণবিবেক-সম্প্রদায়ের নিকট উহাই প্রতিষ্ঠিত থাকায় জ্ঞানপ্রাধান্যে মুক্তিলাভেচ্ছার আগ্রহই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বীয় মহাবদান্যতা-প্রচার-পূর্ব্বক মলিন-হৃদয় জীবগণের নিকট কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানের কথাই বলিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনে চাপল্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সমীচীন বাচ্য-বাচক-নিরূপণে সমুৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই, উঁহারাই ভুক্তি-মুক্তিকে পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। পরম পুরুষের অভিজ্ঞানের অভাবে অসংখ্য পুরুষসমূহ স্ব স্ব চেষ্টা-দ্বারা প্রকৃতিদাস্যে নিযুক্ত হইয়া আপনাদিগকে প্রাকৃত অভিমান করেন। কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদ্দেশে ভুক্তি ও মুক্তির ইচ্ছা প্রবল থাকে, সেইকালে তাঁহাদের চিদানন্দেচ্ছা সুপ্ত বলিতে হইবে। পূর্ণ পুরুষের পুরুষোত্তমতায় যে ইচ্ছা-শক্তি, যে জ্ঞান-শক্তি ও যে ক্রিয়া-শক্তি অবস্থিত, তদনুকূলে বদ্ধজীবের অভিযানই পরম মঙ্গলের প্রধান পথ। ঐ পথটিকেই 'ভক্তিপথ' বলিয়া অভক্তিপথগুলিকে অন্যান্য ইতর পথ বলা হইয়াছে। দেহের ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম, দেহের অর্থ, মনের অর্থ, দৈহিক কাম ও মানসিক কাম—এই সকল প্রকৃত পুরুষার্থ-নির্ণয়ের ব্যাঘাত-কারক বলিয়া পুরুষের ভোক্তৃ-অভিমান এবং পুরুষযোষা প্রকৃতির নারী-অভিমান পুরুষার্থনির্ণয়ের প্রতিবন্ধক উপস্থিত করায়। অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা যেরূপ দৃশ্য বহুগুণিত হইয়া অধিকতর স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেরূপ ভগবত্তার দর্শনে জীবের অপস্বার্থ-পরতায় যে পুরুষার্থ নির্ণীত হইয়াছে, পূর্ণের শক্তিসমূহ সেই নির্ণয় বিপর্য্যস্ত করিয়া পুরুষার্থ-বিনির্ণয়ের জন্য যত্ন করাইবে। সম্রাট্ কুলশেখরের মুকুন্দমালা-স্তোত্রে আমরা চতুর্ব্বিধ ভোগবাসনার দোষসমূহ লক্ষ্য করি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উহাই সুষ্ঠুভাবে বর্ণন পূর্ব্বক অখিলরসামৃতমূর্ত্তি

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সকল কথা আমাদের পুরুষার্থের চরমসীমা বলিয়া জানাইয়াছেন।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়িণী চিত্রিত-কথার শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ত্রিবর্গলাভের যত্নে মানব ধর্ম্মবিষয়ে দিশাহারা হইয়াছেন এবং চতুর্থ-বর্গের জন্য লালায়িত মানব আরও অধিকতর বিপথগামী হইয়াছেন। পরন্তু ভগবদাশ্রিত জনগণ কেবলজ্ঞানগম্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানরহিত নহেন, আংশিক পরমাত্মবস্তুর ভূমাত্ব-বিষয়ে বিচার-রহিত হইয়া তাঁহার সান্নিধ্য ও সাযুজ্য প্রার্থী মাত্র নহেন। পরন্তু নিত্য নিজাধিষ্ঠানেও অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্ণজ্ঞানের সেবা করিতে গিয়া নির্ব্বিশিষ্ট ভাব বা জড়াজড় প্রতীতির অন্তর্ভূত পরমাত্ম-সান্নিধ্যমাত্রে স্বীয় নিত্যাচেষ্টা আবদ্ধ করেন নাই। পরন্তু জীব অণুসচ্চিদানন্দ-স্বরূপের দ্বারা নিত্যকাল পূর্ণচিদানন্দ-রসাস্বাদনের প্রয়োজনীয়তাকেই পুরুষার্থ বলিয়া বিনির্ণয় করিয়াছেন। ইহা দৈহিক বা মানসিক কল্পনা-প্রসূত অনিত্য অনুভূতি নহে।

ভগবদনুশীলন-ক্রমেই জীবের নিত্যস্বরূপের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া নিত্যানুভূতির বিষয় হয়। তখন আর পুরুষার্থ-নিরূপণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতির তাৎকালিকী চিন্তা অবাঞ্ছিত রাজ্যে লইয়া যায় না। তখন আর জীব অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর সজ্জায় অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের কোনপ্রকার প্রতিকূল আচরণ করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞানাদির বহুমানন করিতে করিতে নিত্যা ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ দেহ-মনের বশে পুরুষার্থ-নির্ণয়ে বিপথগামী হন না। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ প্রকরণগ্রন্থে প্রস্ফুটিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতগণের সৎসঙ্গে উহা লব্ধ হয়; উহাই সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ, আত্মসাফল্য বা ভগবৎপ্রেম।

সঙ্গতি-পর্য্যায়

ভোক্তার ভোগ্যজগতে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতে গিয়া যে সুখোদয় হয়, তাহা 'বিলাস' নামে পরিচিত। সুখান্বেষণ বা প্রীতিসংগ্রহই আত্মার একমাত্র বৃত্তি। সেই প্রীতির অভাব হইলে ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করিতে উৎসাহ থাকে না; পরন্তু সঙ্কোচ করিবার বিচারই দেখা যায়, ইহাকেই "বৈরাগ্য" বলে। জাগতিক অভিজ্ঞতা অনেক স্থলে পরিণাম বিচার করিতে গিয়া বৈরাগ্যকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করে। সুখের উপলব্ধি যাঁহাতে আছে, তিনিই সুখের ক্ষীণধারা বা লুপ্তধারাকে আদর করেন না। সুখের উপলব্ধি যে বৃত্তির সাহায্যে লব্ধ হয়, উহা জ্ঞানবৃত্তি নামে কথিত; সুখের উপলব্ধি-কারকের নাম "জ্ঞাতা"। জ্ঞেয়-স্থলীয় সুখ ক্ষীণ হইলে বা তাহার অভাব থাকিলে জ্ঞানের পরিমাণ ন্যূন বা অভাবগ্রস্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতার যে অভাব-বৃত্তির সেবা করিতে হয়, উহা 'অজ্ঞান' নামে পরিচিত। এই অজ্ঞানই দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞাতৃবর্গ জ্ঞানের সাহায্যেই বিচার করিয়া থাকেন। জ্ঞাতার বহুত্ব জ্ঞানের বিবিধত্ব ও জ্ঞেয়ের অল্পত্ব, বৃহত্ত্ব বা অভাব বিলাসের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিলে যে জড়তা প্রকাশিত হয়, উহারই অপর পরিচয় সাধন-জন্য বিরাগ; তাহাই তৎকালে প্রয়োজনের স্থান অধিকার করে। বস্তু-লাভে বিতৃষ্ণা আমাদের জ্ঞান-প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করাইয়া মানসীবৃত্তি ও তদধীন ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হইতে অবসর গ্রহণ করায়। প্রবৃত্তপুরুষ ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হইতে বিমুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে কতিপয় কৃত্রিমপন্থা আবিষ্কার করেন। বহির্জগৎ হইতে চিত্তের বৃত্তি সংযত করিবার বাসনা

প্রবল হওয়ায় বিরাগসাধনদ্বারা অভীষ্ট-সিদ্ধি অভিলাষ করেন। কিন্তু জড়জগতে সাপেক্ষধর্ম্মের বশবর্ত্তী হওয়ায় তাহার অভিলাষ পূরিত হইবার পূর্ব্বেই বাহির হইতে বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়।

সঙ্কল্প-বিকল্পের সংহার-বাসনায় যে-সকল মনোনিগ্রহাত্মক চিন্তা বা স্থূলশরীর-নিগ্রহ-বিবেক অনুসৃত হয়, তাহারও অনেক সময় বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অল্প হইয়া পড়ে। এজন্যই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা খণ্ড অভিজ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বাস্তবজ্ঞান বা আনন্দ-সংগ্রহে কার্য্যকরী হয় না।

খণ্ডজ্ঞান, খণ্ডবস্তুর ধারণা বা খণ্ডিত জ্ঞাতা যে ভূমিকায় অবস্থিত, তাহার সাহায্যে, তাহার নানাপ্রকার উদ্ভাবন-শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিবার নানা ব্যাঘাত দেখা যায়। একারণ খণ্ডিত জ্ঞাতা আপনাকে অখণ্ড জ্ঞাতা করাইবার জন্য যে-সকল কাল্পনিক সাধনের অন্তরে প্রবেশ করেন, উহা অনেকস্থলেই ফলবৎ হয় না বলিয়াই জ্ঞানলাভের পন্থাকে এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্যক্ আশ্লেষণকে অনেকে "পুরুষার্থ" বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না।

ভগবদিতর ধারণা যে জ্ঞেয়-ব্যাপারে অবস্থিত, তাহা আকৃষ্টশস্য তুষের পীড়নের ন্যায় কথিত হইয়াছে। মুক্তির সাযুজ্য-বিচারে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সমাধির কথাই আমরা শুনিয়া থাকি। জাগতিক সান্নিধ্য-নীতি অবলম্বন করিয়া জড়াবকাশ-রহিত করিতে পারিলে বস্তুত্রয় মিশিয়া যায়, ইহা অভিজ্ঞানের পরিচয় বটে, কিন্তু এই জ্ঞানটী জড়াতীত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে প্রযোজ্য কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে আমাদিগকে খণ্ডজ্ঞান-রাজ্য হইতে সংগৃহীত জ্ঞানাবলম্বনে অখণ্ড-রাজ্যের গতি নিরূপণ করার ন্যায় নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

বৈকুণ্ঠরাজ্যে জড়াবকাশ না থাকায় সেখানে কোন জড়বস্তু বা জড়জ্ঞান স্থান পাইতে পারে না। স্থান-লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা থাকিলে উহা ভূতাকাশেরই অন্তর্ভুক্ত স্থানবিশেষে পরিণত হয়। বৈকুণ্ঠ চিরদিনই বাস্তববস্তুর প্রেমাকর্ষণে এরূপ ঘনসমাশ্লিষ্ট যে, তথায় ইতরবস্তুর প্রবেশের স্থান থাকিতে পারে না।

আমাদের অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভোগবিলাসে আবদ্ধ এবং আমাদের ভক্তিবর্জ্জিত ত্যাগ-বিরাগ—ভোগভার-জনিত ধারণা-মাত্র। ভোগত্যাগের রাজ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মুকুন্দ-দেবের আশ্রয় লাভ করিতে হয়। আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলে মুকুন্দের সেবোপযোগিসুপ্ত-অস্মিতার নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের প্রিয়তম বিষয়ের সহিত প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ আশ্রয়-জাতীয় আমরা অনেক, সেই প্রেমরজ্জু জড়রজ্জুর ন্যায় ভূতাকাশের অপেক্ষা করে না, পরন্তু অবিমিশ্র কেবলচিদাকাশে ভজনীয় ও ভক্তের মধ্যে অবস্থিত। কেবলচিদাকাশে যে-সকল বাস্তব শক্তিপরিণত অধিষ্ঠান নিত্যাবস্থিত, তাহাতে জড়জগতের কোন প্রকার অবরতা নাই—জড়কালাধীনতা নাই; অখণ্ডকাল, অখণ্ড অবকাশ ও অখণ্ড চিন্ময় বাস্তব বস্তু তাঁহার অণুচিদ্‌বস্তুকে ক্রোড়ে ধারণ করায় কোন বিক্ষোভের কারণ হয় না। তথায় 'প্রেম' নামক আকর্ষণী বৃত্তি, যাহা কৃষ্ণের নিজায়ত্ত বস্তু, উহারই ক্রিয়াকলাপ অণু-সচ্চিদানন্দশক্তিকে জড়াকাশ ও জড়কালের দ্বারা বিদূরিত বা বিক্ষি করে না। সেখানে বস্তুর অদ্বয়জ্ঞান প্রবল থাকায় জাগতিক ভেদের অপকৃষ্টাংশ স্থান পায় না। সুখ-দুঃখ-ভেদের পরিমাণ, আলোক-অন্ধকারের ভেদপরিমাণ, ক্ষুদ্রত্ব-বৃহত্ত্ব-পরিমিতিগত ভেদবিষয়ক

অবরতা বা দুঃখ চিৎসুখের ব্যাঘাত করিয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রতীতিতে অচিদ্‌রাজ্যে অনুরাগের প্রতিকূল 'বিরাগ' আবাহন করে না। সেই 'প্রেমই'—আকর্ষক কৃষ্ণের আকৃষ্টের প্রতি অনুরাগ এবং আকৃষ্ট আশ্রয়ের কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ। সেইকালে কৃষ্ণেতর বৈরাগ্য প্রবল হওয়ায় উহাই তথাকার প্রকৃতি বা নিত্যস্বভাব। সেই প্রেমা পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া সংখ্যাগত অধিষ্ঠানসমূহে একতাৎপর্য্যপর আকর্ষকের সহিত প্রেমময় সম্বন্ধ স্থাপন-পূর্ব্বক নিত্য অবস্থিত। তথাকার প্রতিযোগিতা আকর্ষণ-শক্তির উত্তরোত্তর বর্দ্ধনকারিণী। উহার হ্রাস পাইবার যোগ্যতা নাই। প্রেমের বিচিত্র বিলাস ক্ষীণদৃষ্টিতে জগতে আলোচিত হইলেও যে সাহিত্য এবং সৌন্দর্য্য এখানে উপলব্ধির বিষয় হয়, উহা নিত্যধামের বিকারবিশেষের প্রতিফলন-মাত্র—বিকৃত প্রতিফলনে বাস্তব সত্য নাই বলিয়া উহা হেয়তা ও নশ্বরতাপূর্ণ।

কৃষ্ণের প্রেমবিবর্ত্তের যে পরিচয় এতদ্দেশে আনীত হয়, উহা আসুর-বুদ্ধির বিমোহনের জন্য। প্রেমবিবর্ত্তের মধ্যে যে বিপ্রলম্ভের বা অভাবের বর্ণন আছে, উহা নিত্য সম্ভোগের উৎকর্ষের জন্যই জানিতে হইবে। যেরূপ ইহজগতে আমরা অতি লোভনীয় বস্তুকে দস্যু-কর্ত্তৃক পরিহৃত হইবার বিরুদ্ধে সযত্নে গোপন করিয়া থাকি, নিজ সৌভাগ্যের কথা হিংসকের কর্ণে যাহাতে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য উহাকে আবরণে আবৃত করি, সেইরূপ হরিলীলা-সমূহ পুণ্যপাপস্রোতে নিমগ্ন দুষ্কর্ম্ম-নিরত জনগণের বোধ্য নহে বলিয়া ভোগপরায়ণ জনগণের জন্য কর্ম্মকাণ্ডের প্রশস্তি বেদমন্ত্রে গীত হইয়া থাকে। আবার বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্ প্রভৃতির মধ্যেও মূঢ়-মোহনের জন্য জড়নিরস্ত একায়নবিচারে জগন্মিথ্যাত্ব-বাদ, রসরাহিত্য-বাদ, বিচিত্র-বিলাস-রাহিত্য-বিচার, জীব-

ব্রহ্মৈক্যরূপ বিবর্ত্তবাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার অজ্ঞজনমোহিনী বার্ত্তা বিঘোষিত আছে। যেরূপ সংসারে অনভিজ্ঞ শিশুর নিকট দাম্পত্যের কথা অনালোচ্য, সেই প্রকার অস্ফুটচিত্ত ভগবদ্‌বিমুখ কৈতবপূর্ণ ব্যক্তির নিকট চতুর্বর্গ আলোচনা ব্যতীত পঞ্চমপুরুষার্থের আলোচনা প্রয়োজনীয় নহে, তজ্জন্যই কতিপয় প্রসিদ্ধ শাস্ত্রাদিতে আত্মার একমাত্র বৃত্তি প্রেমার কথা উদ্ঘাটিত হয় নাই। পুরুষার্থ-নিরূপণে কৃষ্ণ-প্রেমার সর্ব্বোত্তমতা প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় না, এরূপ সিদ্ধান্ত অর্ব্বাচীনতায় সুমেরু-শিখরে অবস্থিত। মূঢ় শিশুকে যেরূপ চাক্‌চিক্যযুক্ত দ্রব্য-প্রদানে তাহার তাৎকালিক দুঃখ অপসারিত করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাদৃশ চাকচিক্যের মূল্য অত্যল্প, আবার ইহা যেমন সেই সময় শিশুকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, তদ্রূপ প্রেম-মহিমা পুরুষার্থ-নিরূপণে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, সে-সকল কথার সাধারণতঃ বিচার প্রদর্শিত হয় না।

প্রেমের অন্তরালে 'বিপ্রলম্ভে'র অবস্থিতি জানিয়া ভগবৎপ্রেমে জড়ত্ব-কল্পনাকারীর ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাইবার ন্যায় আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী।

আশ্রয়ের বহুত্ব জড়জগতে অনেক স্থলে অমঙ্গল উৎপন্ন করিয়াছে বলিয়া আশ্রয়ের অবৈধ ভোগবিচারে একবিষয়ত্বের বহু আশ্রয়ত্ব-বিচারকে দোষাবহ-জ্ঞানে যে ভ্রান্তিময়ী ধারণা এখানে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সচ্চিদানন্দরাজ্যে অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও উহাকে গুণান্তর্গত বলিতে যাওয়া শিশুগণের কলভাষণ-মাত্র। সুতরাং জাগতিক পঞ্চবিধ বিষয়াশ্রয়গত সম্বন্ধে যে আলম্বন, উদ্দীপন এবং তাহাদের সমষ্টিতে যে বিভাব ও জাগতিক বিংশতি প্রকার অনুভাব, আটপ্রকার সত্ত্বাভাস

ও তেত্রিশপ্রকার আগন্তুক অপ্রার্থিত পর্য্যায় জড়রসের অস্থায়ীভাবের সহিত সংযুক্ত হয়, উহার হেয়তা, অসম্পূর্ণতা ও বিবেকহীনতা কৃষ্ণ-প্রেমতাৎপর্য্যপরতার সহিত সমজ্ঞান করিতে গেলে অজ্ঞান-জনিত অপরাধে আমাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়া কৃষ্ণপ্রীতির অভাবকেই প্রেম-সংজ্ঞার অনুভবকারী বলিয়া দাঁড় করাইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গোপীজনবল্লভের প্রতি প্রেমনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা গোপীর প্রেম জগতে সুলভ করিয়া দেখাইয়াছেন। চিন্ময়জ্ঞানে সম্পূর্ণ অপরিচিত অযোগ্য শিশু ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়া জড়ার্থ কাম ও জড়রহিত মোক্ষ প্রভৃতি কুধারণায় যে প্রেমের জড়বিকার কামকে 'প্রেম' বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন, উহার দ্বারাই তাহার বিলাস-গতিতে নানাপ্রকার কুসংস্কার আসিয়া প্রেমকে কামসদৃশ জ্ঞান করায়। তথাপি তিনি জানিতে পারেন যে, কামই ইহজগতে প্রধান আরাধ্য বিষয়—কাম-চরিতার্থতাই পুরুষার্থ। ধর্ম্মের সাহায্যে—প্রয়োজন জ্ঞানের সাহায্যে কামচরিতার্থতাই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবত্তায় যে ঐশ্বর্য্য ও তদ্‌বিরাগ, বীর্য্য ও তদ্‌বিরাগ, যশঃ ও তদ্‌বিরাগ, শ্রী ও তদ্‌বিরাগ, জ্ঞান ও তদ্‌বিরাগ প্রভৃতি যুগপৎ বিপরীত ধর্ম্ম একাধারে অবস্থিত, সেইগুলির অপূর্ব্ব সমাবেশ যে জ্ঞাতার সুখ-স্বরূপ জ্ঞেয় ব্যাপার, সেই চিন্মাত্র জ্ঞান সদানন্দযোগে 'ভক্তি' নামে কথিত হয়। আত্মবৃত্তির সহিত জড়ের দেহমনোরূপ মিশ্র-প্রতীতি পরিত্যক্ত হইলে কেবল চেতনধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভাব ও প্রেমা আত্মায় প্রকাশিত হয়। সেইকালে জড়জগতের আপেক্ষিক হেয়তা সঙ্গে লইয়া যদি কোন যাত্রী প্রেমরাজ্যে অভিসরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি জড়জগতেই আবদ্ধ থাকিয়া ক্লেশ পাইবেন।

পুরুষার্থ-সন্ধানে নিত্য বিমুখ হইয়া আত্মার নিত্য কৃষ্ণসেবোন্মুখতা-সরণীর পথিক হইতে পারিবেন না। চিরদিনই তাহার বোধ হইবে যে কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত আর সকলগুলিই তাহার আদরণীয়।

শ্রীনৃসিংহদেবের লীলাকথা যাঁহারা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের এই প্রকার ভ্রান্তি কদাচ অবসর গ্রহণ করিবে না। চিন্ময়জগতের অনুশীলনে বেদোদ্ধারক মৎস্য-বিষ্ণুর উপাসনা, জগদ্বাহক কূর্ম্ম-বিষ্ণুর উপাসনা, ভূগোলোদ্ধারক বরাহ-বিষ্ণুর উপাসনা, শ্রীদাশরথী রাম-সীতার উপাসনাদি অতিক্রম করিয়া যে-কালে শ্রীবার্ষভানবী ও তদীয় দয়িতের উপাসনার কথা এবং তাঁহাদের পরস্পর প্রেম-সেবার কথা চিত্তবৃত্তিতে সর্ব্বোত্তম পরমচমৎকারিতা উৎপন্ন না করিবে, তৎকালাবধি প্রেমার সৌন্দর্য্য-দর্শনে আমরা চিরবিমুখ থাকিব। সালোক্যাদি মুক্তির অস্ফুটতা ও অপ্রয়োজনীয়তা দেখিবার জন্য ভগবদ্ভক্তের কৃপাই বরণীয়া।

ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবান্ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। অভক্তগণ পঞ্চোপাসনার কোনও একটি উপাসনার প্রভাবে নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মে সাযুজ্যলাভ অথবা পতঞ্জলী-কথিত সেশ্বর সাংখ্যবাদে পর্য্যবসিত হইবার বাসনাবিমূঢ় হন। যেকালপর্য্যন্ত কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাবরণ, যোগাবরণ, আন্বিক্ষিকী ত্রয়ীবিদ্যাবরণ জাগতিক ভোগ-প্রবৃত্তি-বিমূঢ়তা এবং স্বকপোলকল্পিত চেষ্টা-দ্বারা তাহার ত্যাগের ইচ্ছা জীবকে আপাত-জ্ঞানবিমূঢ় করিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের অসীম সেবা-সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে সমর্থ না করাইবে, তৎকালাবধি শ্রীরূপ-কথিত শ্রীবৈকুণ্ঠ-নামাশ্রয়ের সম্ভাবনা না থাকায় মুক্ত অবস্থায় স্বীয় চিন্ময় নাম, স্বীয় চিন্ময় রূপ, স্বীয় চিন্ময় গুণ, স্বীয় চিন্ময় সুহৃৎ-সমাজ ও তদাধার বৈকুণ্ঠ-ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমে কৃষ্ণসেবনোপযোগী

প্রেমবিচিত্রধারালোক চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলিকে চিন্ময় হৃষীকেশের সার্ব্বকালিকী সেবায় অবস্থিত না করায়, জীবের পঞ্চবিধ কৃষ্ণপ্রেমাকে তাঁহার পুরুষার্থ বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

জড়জ্ঞান-প্রতারিত প্রতীতি কখনও আত্মশব্দবাচ্য হইতে পারে না —কৈতবহীন ভজনীয়-পদবাচ্য হইতে পারে না। চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের ধারণা-রহিত অকৈতব চরম প্রাপ্যকেই প্রেমা কহে। জীবের মিশ্রবিচার কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য যে-কালে প্রবল থাকে, তৎকালে কৃষ্ণপ্রেমা যে নিত্যপুরুষার্থ,ইহা বুঝিতে না পারিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণে অপরাধপুঞ্জ সংগ্রহ ও তৎফলে পুরুষার্থ-নির্ণয়ে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পুরুষার্থ-নির্ণয়ে ভ্রান্তজনগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ যে শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য বিষয় হইলেই জীবের পরম মঙ্গল হইবে,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

আদিকবি শ্রীশ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত

প্রতি অধ্যায় ও প্রতিখণ্ডের কথাসার, গ্রন্থের মূলের বিষয়-নির্দ্দেশ, প্রয়োজনীয় ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা, বিবৃতি ; উদ্ধৃত শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ; বৈদিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, দার্শনিক ও স্মৃতিসম্বন্ধীয় বহু তথ্য ; শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য-নিরূপণ, ঠাকুর বৃন্দাবনের জীবনী, ভাষ্যভূমিকা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ **'গৌড়ীয়ভাষ্যে'** বিভূষিত হইয়া বিরাট্ অভিনব সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছেন।

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে প্রায় ১১০০ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

SHREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)
With Commentary **by Shreela Jeeva Goswami** and Translation & Purport in English **by His Divine Grace Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami.** First class calico binding—Rs. **1/4/-**

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August, 1932, at the **Saraswata Assembly-Hall** of Sree Gaudiya Math, Calcutta **by His Divine Grace.** As. **-/6/-**

প্রাপ্তি-স্থান—**শ্রীগৌড়ীয় মঠ**, বাগবাজার, কলিকাতা।

Printed by Ananta Vasudeb Vidyabhusan B A. at the Gaudiya Printing Works, 243/2 Upper Circular Road, Calcutta.